

# হোমিও চিকিৎসায় ক্যানসার আরোগ্য

স্কিরাস

কলোইড

এনসেফেলয়েড



এপিথেলিয়েল

ওস্টিওইড

ডাঃ অরবিন্দ সরকার

## সূচীপত্র

বিষয়ের পরিচিতি	পৃষ্ঠা
১। ক্যান্সারের ইতিহাস-	২১
২। ক্যান্সার কি? বিনাইন টিউমান-	২২
৩। বিনাইন ডিউমার-	২৩
৪। দুষ্ট টিউমান, ডাঃ উইলস নির্ধারিত টিউমারের সংজ্ঞা-	২৪
৫। ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের সংজ্ঞা-	২৫
৬। নববৃদ্ধি ও সাধারণ বৃদ্ধি হাইপার প্লাসিয়ার পার্থক্য-	২৬
৭। Neoplasm/neoplasia-	২৭
৮। The Pathogenesis-	২৯
৯। সিষ্ট টিউমার ও দুষ্ট টিউমারের পার্থক্য-	৩০
১০। সিষ্ট বা দুষ্ট স্বীতির শ্রেণী বিভাগ-	৩১-৩৪
১১। সার্কোমা ও কার্সিনোমার একটি সংক্ষিপ্ত পার্থক্য নির্ণয়-	৩৫
১২। ক্যান্সার এর প্রকারভেদ-	৩৬
১৩। দুষ্ট স্বীতি মানব দেহে কি কি ক্ষতি করতে পারে-	৩৭
১৪। ক্যান্সার কিভাবে ছড়ায়-	৪০
১৫। ক্যান্সার ছড়াবার উপায়-	৪১
১৬। ক্যান্সার এর কারণ-	৪২
১৭। মায়াজম-	৪২
১৮। ক্যান্সার এর কারণ ELI.G. JONES M.D.	৪৮
১৯। প্যাথলজিষ্টদের মতামত-	৫১
২০। খাদ্য পরিপাক-	৫৪
২১। Dr. Max Gerson মত-	৫৭
২২। বিপাকীয় পরিবর্তনে ক্যান্সার	৫৮
২৩। থাইরয়েডের ক্রটি-	৫৯

২৪। পারাসাইট ক্যাসারের কারণ-	৬০
২৫। ক্যাসারের এর প্রতিরোধ-	৬২
২৬। হোমিও বিজ্ঞানের মতে-	৬৪
২৭। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (W.H.O.) প্রদত্ত ক্যাসার প্রতিরোধের সংজ্ঞা-	৬৫
২৮। সতর্কতা-	৬৬
২৯। The Care-	৬৭
৩০। Nutritional deficiency-	৬৮
৩১। Proten, Carbohydrates-	৭০
৩২। Lipids, Vitamins, Minarals are belived to play an improtant role-	৭১
৩৩। Zinc, Carotene, Indoles, Isoflavons Ligans, Polyacetylene, Protease inbibitors, Quinones, Sterols, Sulpher-	৭৩
৩৪। Age More than 55-	৭৬
৩৫। Hormanal late/Nerve/ Sexual/Social, Rediation, Occupational, Drugs, Chemicals-	৭৭-৭৮
৩৬। Lunch cancer prevetion, Colon Cancer Prevation Cervical Dysplasia and cervix cancer prevention Stomach cancer, Urinary bladder oral leukoplakia-	৮০-৮১
৩৭। বায়ল্গী-	৮১
৩৮। ক্যাসার ইমিউনিটি-	৮২
৩৯। ক্যাসার চিকিৎসার বিরোধ-	৮৩
৪০। আরোগ্য বিধান-	৮৫
৪১। Dr. Eli G. Jones MD এর আরোগ্য বিধান-	৮৭
৪২। ডাঃ ক্লার্ক এর মত -	৯০

৪৩। ক্যান্সারের পূর্ব লক্ষণ লিভার এর ক্রিয়া-	৯২
৪৪। হজম ক্রিয়া, অন্ত্রসমূহ, কিডনী-	৯৩
৪৫। অবজেকটিভ লক্ষণ সমূহ চর্ম-	৯৪
৪৬। মিউকাস মেমব্রেন, দুটিমূল্যবান চিহ্ন প্রকাশঃ মিউকাস মেমব্রেনের রঙ্গীন হওয়া, মিউকাস ও চর্মের সংযোজন স্থলের রূপান্তর-	৯৫
৪৭। তিনটি অবস্থার চিকিৎসকের দৃষ্টি আকর্ষণ-	৯৫
৪৮। আরোগ্য সম্ভাবনা-	৯৬
৪৯। ব্যবস্থাপনারনীতি-	৯৭
৫০। শেষ অবস্থার লক্ষণ রাজী-	৯৮
৫১। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে, ক্ষুধাহীনতা-	৯৯
৫২। নসিয়া এবং বমি/কোষ্টবদ্ধতা/ডায়ারিয়া/ডিসপেপসিয়া/ হিক্কা/কফ/Dyspenia-	১০০
৫৩। বার বার প্রস্রাব/Pruitis, অনিদ্রা/Confusion- Example.	১০১
৫৪। Anxiety and Depression-	102
৫৫। ক্যান্সার রোগীর লক্ষণ সংগ্রহ-	১০৩
৫৬। ক্যান্সারের হোমিও চিকিৎসা, ক্যান্সার মায়াজাম-	১০৪
৫৭। যুবক অবস্থায়-	১০৫
৫৮। ক্যান্সার রূপটি দেখা দিয়েছে-	১০৬
৫৯। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ক্যান্সার-	১০৭
৬০। মাথার ক্যান্সার/লক্ষণ-	১০৮
৬১। চিকিৎসা/ডাঃ কেন্টের রেপাটরী মতে/নারের রেপাটরী মতে/	
৬২। ডাঃ লিলিয়েস্থালের মতে, ক্যাল-কার্ব, ক্যাল-ফুরিকাম, কার্বো-এ্যানি, ক্রোকাস-স্যাটাইভা, কেলি-কার্বনিকাম-	১০৯
৬৩। সাইলিসিয়া, উদাহরণ-১, উদাহরণ-২	১১০
৬৪। চক্ষুর ক্যান্সার, চিকিৎসা-	১১২

৬৫। অরাম-মোটালিকাম, বেঞ্জোইক, ক্যাল-ফুরিকাম ল্যাকেসিস, প্লাটানাস, সাইলিসিয়া, টিউক্রিয়াম থুজা-	১১৩
৬৬। নাকের ক্যাসার, লিউপাস-এক্সিডেস-	১১৪
৬৭। লিউপাস-নন-এক্সিডেস- নাকের ক্যাসারের চিকিৎসা, ডাঃ লিলিয়েস্থালের মত/ক্রিয়াজোট, এনানথেরাম, অরাম-মেট-	১১৫
৬৮। ইউফাসিয়া, হেকলা-লাভা- উদাহরণ-	১১৬
৬৯। মুখ মন্ডল, মুখ এবং ঠোঁটের ক্যাসার লিউপাস-	১১৭
৭০। ঠোঁটের ক্যাসার, চিকিৎসা, ডাঃ কেন্দের মতে, মুখমন্ডল ঠোঁটের, ডাঃ ফটকের মতে, ডাঃ লিলিয়েস্থালের মতে, ডাঃ জে,এইচ, ক্লার্কের মতে, ডাঃ নারের মতে-	১১৮
৭১। ক্যাসার, লিউপাস, আর্সেনিক- আর্স-আয়োড-	১১৯
৭২। অরাম-মেট, বেঞ্জোইক-এসিড, কষ্টিকাম, সিষ্টাস- কডুর্যাঙ্গো, ইউপিওনাম-	১২০
৭৩। হেক্লা-লাভা, ল্যাকেসিস, লাইকো, কেলি-ক্লোরোটাম মারকিউরাস করোসিভাস-	১২১
৭৪। মার্ক-সল, ফসফরিকাম-এসিড, কেলি-মিউরেটিকাম-	১২২
৭৫। ফাইটোলেক্সা, সিপিয়া- সাইলিসিয়া-	১২৩
৭৬। সালফার, ষ্ট্যাফিসেথ্রিয়া, ট্যাবেকাম, থুজা- অক্সিডেন্ট, জিঙ্কাম, অরাম-মেট, গ্যালিয়াম-এপারিন, কেলি-সায়ানেটাম, মিউরেটিক-এসিড,এলুমেন, এপিস-মেল, এন্টিমোনিয়াম-ক্লোরাইড-	১২৪
৭৭। জিহ্বার ক্যাসার লক্ষণ, চিকিৎসা, ডাঃ কেন্দের মতে-	১২৫
৭৮। নারের মত, ডাঃ লিলিয়েস্থালের মতে-	১২৫
৭৯। অরাম-মেট, গ্যালিয়াম এপানি, কেলি-সায়ানেটাম, মিউরেটিক এসিড-	১২৬
৮০। এ্যালুমেন,এপিস-মেল,আর্সেনিক-	১২৭

- ৮১। অরাম-মেটালিকাম, অরাম-মিউরেটিকাম, কার্বো-এনিমা,  
কার্বো-ভেজি- ১২৮
- ৮২। কষ্টিকাম, সাইট্রাস-ভালগাকারিস, ফ্রোটেলাস-হরি, কভোরাজ- ১২৯
- ৮৩। হাইড্রাসটিস, ল্যাকেসিস, নাইট্রিক/এসিড, ফাইটোলেক্ক,  
সেমপারভাইভাম-টি- ১৩০
- ৮৩। সিপিয়া, সাইলেসিয়া- ১৩১
- ৮৫। মাড়ীর ক্যান্সার, চিকিৎসা, হাড়ের ক্যান্সার, বাম পার্শ্বের ক্যান্সার  
ডান পার্শ্বের ক্যান্সার, হেক্সা-লাভা- ১৩৩
- ৮৬। নাই-এসি, সাইলিসিয়া, কেলি-আয়োড- ১৩৪
- ৮৭। গ্লান্ডের ক্যান্সার, চিকিৎসা, ডাঃ কেন্টের মতে,  
ফাটকের মতে- ১৩৪
- ৮৮। চিকিৎসাঃ ডাঃ কেন্টের মতে/ডাঃ ফাটকের মতে/  
ল্যাক্রিমাল গ্লান্ডে, লিম্ফ্যাটিক গ্লান্ড, ব্রোমিয়া, কার্বো-এ্যানি- ১৩৫
- ৮৯। ক্যালকেরিয়া-কার্ব, করিডালিস-এফ, হোয়াং-নাম,  
হাইড্রাসটিস, আয়োডাম- ১৩৬
- ৯০। ল্যাপিস-এ্যালবা, নাইট্রিকাম-এসিডাম, ফাইটোলেক্ক- ১৩৭
- ৯১। থাইরয়েড ক্যান্সার চিকিৎসা- ১৩৮
- ৯২। হাত ও পায়ের ক্যান্সার, হাতের ক্যান্সার, পায়ের ক্যান্সার,  
অস্টিওজেনিক- ১৩৯
- ৯৩। ইউইংস, কোমল কলার সার্কোমা, চিকিৎসা  
ডাঃ বরিকের মতে, ডাঃ ফটকের মতে, ডাঃ জে.এইচ,  
ক্লার্ক এর মতে, ডাঃ সুসলার এর মতে, সিমফাইটাম- ১৪০
- ৯৪। কোনিয়াম, ক্যাল-ফুরিকাম, ডালকামরা, ইউফরবিয়া- ১৪০  
অরাম-আয়োড, অরাম-আর্সেনিক, হেক্সা-লাভা, মেজেরিয়াম- ১৪২
- ৯৫। নাইট্রিক-এসিডাম, ফসফরাস এসাফিটিড- ১৪৩
- ৯৬। ক্যাল-ফস, সাইলিসিয়া- ১৪৪
- ৯৭। কার্সিনোমো ইউসোফেগাস, Adinocarcinoma- ১৪৪

৯৮। ক্লিনিকাল ভবিষ্যৎ, Investigation-	১৪৫
৯৯। গলার ক্যান্সার, চিকিৎসা, ডাঃ কেন্টের মতে, নারের মতে, ফাইটোলেফা-	১৪৬
১০০। স্পাইজেলিয়া, ব্যাপটিশিয়া মারকিউরাস-ক্রোম-	১৪৭
১০১। আর্জ-নাই উদাহরণ-	১৪৮
১০২। ফুস-ফুসের ক্যান্সার, রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা ক্রোটেলাস-হরি, কোবলটাম-মিউরেটিকাম, হাইড্রাসটিস-	১৪৯
১০৩। হৃদপিণ্ডের ক্যান্সার, চিকিৎসা, সিরাসবোন-প্লাডি-	১৫১
১০৪। স্তনের ক্যান্সার, স্তন বৃদ্ধি, গর্ভবতী হলে স্তনের পরিবর্তন-	১৫১
১০৫। ডাকটাল কার্সিনোমা ইন সিটু অব দি ব্রেস্ট-	১৫৩
১০৬। স্তনের ক্যান্সারের শ্রেণী বিভাগ-	১৫৩
১০৭। স্তনের ক্যান্সার এর লক্ষণ সমূহ-	১৫৪
১০৮। স্তনের ক্যান্সারের পরীক্ষার পদ্ধতি-	১৫৪
১০৯। স্তনের ক্যান্সার চিকিৎসা, ডাঃ কেন্টের মতে-	১৫৬
১১০। ডাঃ বরিকের মতে, ডাঃ নারের মতে-	১৫৭
১১১। এপিথেলিওমা/স্কিরাস শ্রেণী-	১৫৮
১১২। ডাঃ লিলিয়েভ্যাল এর মতে/ ডাঃ জে, এইচ, ক্লার্ক এর মতে, এলুমেন, এনানথেরাম, এপিস-	১৫৯
১১৩। এপোসাইনাম, আর্নিকা, আর্সেনিক-	১৬০
১১৪। আর্স-আয়োড, এ্যাসটেরিয়াস-রিউ-	১৬১
১১৫। ব্যারাইটা-কার্ব-	১৬২
১১৬। ব্যারাইটা-আয়োড, বেলেডোনা, বেলিস-পেরিনিস ব্রোমিয়াম-	১৬৩
১১৭। ব্রায়োনিয়া-	১৬৪
১১৮। বিউফো, ক্যাডমিয়াম-সালফা, ক্যালকে-কার্ব-	১৬৫
১১৯। ক্যালক-ফ্লোরি, ক্লারক-আয়োড-	১৬৬
১২০। ক্যালেন্ডুলা, কার্বো-এ্যানি-	১৬৭

১২১। কার্বো-ভি, কার্সিনোসিন-	১৬৮
১২২। ক্যামোমিলা, চিমাফিলা-	১৬৯
১২৩। সিকুটা, সাইট্রাস, ক্লিমোটিস, কোনিয়াম-	১৭০
১২৪। কডুর্যাঙ্গো, ইকাইনোসিয়া-আর, ইউসিন, ইউক্লাপটাস-	১৭১
১২৫। ইউফরবিয়া, ফেরাম-আয়োড, ফরমিক-এসিড, গ্রাফাইটিস-	১৭২
১২৬। হিপার-সালফ, হাইড্রাসটিস-	১৭৩
১২৭। কেলি-মিউর, কেলিফস, কেলি-আয়োড ক্রিয়োজোট, ল্যাকেসিস-	১৭৪
১২৮। ল্যাপিস-এ্যালব-	১৭৫
১২৯। লোবেলিয়া, লাইকোপোডিয়াম, ম্যালাভ্রিনাম মার্ক-আই-এফ, মার্ক-সল, নেকট্রিয়ান-	১৭৬
১৩০। ফ্যাসিওলাস, ফাইটোলেক্কা-	১৭৭
১৩১। প্রিক্রিক-এসিড-	১৭৮
১৩২। সোরিনাম, স্যাঙ্গুনারীয়া, সারসা-পেরিলা-	১৭৯
১৩৩। স্ক্রফুলা-নোড, সাইলিসিয়া-স্ট্যামোনিয়াম-	১৮০
১৩৪। টেপলিটজ, উদাহরণ-	১৮১-১৮৩
১৩৫। পাকস্থলীর ক্যাসার, রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা, ডাঃ কেণ্টের মতে ডাঃ বরিকের মতে-	১৮৪
১৩৬। ডাঃ ফাটকের মতে/ নারের মতে, ডাঃ জে, এইচ, ক্লার্ক এর মতে, ডাঃ বোগারের মতে/ডাঃ লিলিয়েস্থাল এর মতে, এসেটিক-এসিড-	১৮৫
১৩৭। এমোনিয়াম, মিউরেটিকাম, আর্সেনিক, বেলডোনা-	১৮৬
১৩৮। বিসনাথ-	১৮৭
১৩৯। কার্বো-এ্যানি, কার্বো-ভেজ, কষ্টিকাম-	১৮৮
১৪০। চোলিডোনিয়াম, কলোসিস্থ, কডুর্যাঙ্গা-	১৮৯
১৪১। কোটেলাস-হরি, ইউক্যালিপটাস-	১৯০

১৪২। ফরমিক-এসিড, জিরেনাম-ম্যাকুলেটাম, হাইড্রাসটিস, আয়োডাম-	১৯১
১৪৩। ক্রিয়োজোট, ল্যাকেসিস, লোবেলিয়া, লাইকোপেডিয়াম-	১৯২
১৪৪। ম্যাগনেসিয়া-ফস, মেজেরিয়াম-	১৯৩
১৪৫। অরনিথোগেলাম, ফসফরাস-	১৯৪
১৪৬। সিপিয়া, সাইলিসিয়া, স্ট্যাফিসেগরিয়া-	১৯৫
১৪৭। সিকেলী-	১৯৬
১৪৮। <b>Cancer of the stomach</b> এর চিকিৎসার বিশেষ তথ্য	১৯৬
১৪৯। অন্ত্রের ক্যান্সার, চিকিৎসা-	১৯৭
১৫০। এসেটিক-এসিড, এপিস-মেল, আর্সেনিক, কার্বো-এ্যানি, কার্বো-ভেজ- ক্লিমেটি-	১৯৮
১৫১। গ্রাফাইটিস, হিপার-সালফ, হাইড্রাসটিস-	১৯৯
১৫২। ল্যাকেসিস, ফসফরিক-এডিস, ফসফরাস, সিপিয়া, সাইলিসিয়া-	২০০
১৫৩। সালফার, থুজা-	২০১
১৫৪। কিডনির ক্যান্সার, চিকিৎসা, ক্রোকাস-স্যাটাইভা-	২০২
১৫৫। লিভার ক্যান্সার, চিকিৎসা, ডাঃ ফাটকের মতে, ডাঃ নারের মতে-	২০৩
১৫৬। চেলিডোনিয়াম, ক্যালকেরিয়া-আর্সেনিক, কোলেষ্টারিন-	২০৪
১৫৭। প্যানক্রিয়াসের ক্যান্সার, চিকিৎসা, ক্যাল-আর্স, উদাহরণ-	২০৫
১৫৮। রেকটামের ক্যান্সার, রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা-	২০৪
১৫৯। ডাঃ কেটের মতে ডাঃ লিলিয়েস্থালের মতে, হাইড্রাসটিস, এ্যালুমেন-	২০৬
১৬০। আর্সেনিক, বেলোডোনা, কার্বো-ভেজ-	২০৮
১৬১। কর্ডুয়াস, মেরিনাস, গ্রাফাইটিস, ক্যালি-কার্বো, ল্যাকেসিস-	২০৯
১৬২। নাইট্রিকাম, এসিডাম, ফসফরাস, ফাইটো, রুটা-	২১০
১৬৩। সিপিয়া, সাইলিসিয়া, স্পাইজেলিয়া, থুজা-	২১১

২১০। দীর্ঘস্থায়ী থানুলোসাইটিক লিউকিমিয়া, লক্ষণ ও চিহ্ন-	২৫৭
২১১। দীর্ঘস্থায়ী লিম্ফোসাইটস লিউকিমিয়া, লক্ষণ ও চিহ্ন-	২৫৭
২১২। চিকিৎসাঃ রক্ত বিষাক্ত হইয়া পীড়া, দূষিত রক্ত পরিশোধিত করারপর শরীরে যাতে বিশুদ্ধ রক্ত তৈরী হয়, ন্যাট্রাম-মিউর-	২৫৮
২১৩। ন্যাট্রাম-সালফা-	২৬৯
২১৪। ব্যাথা, এপিস-মেল, আর্সেনিক-	২৫৯
২১৫। ব্রায়োনিয়া, চিনামোনাম,, সাইট্রাস-এল, সাইট্রাস-ভি-	২৬০
২১৬। কডুর্যাঙ্গো, ইকায়নেসিয়া, ইউফরবিয়া, হাইড্রাসটিস-	২৬১
২১৭। লুপুলাস-হুমুলাস, ম্যাগ-ফস, প্যারাফিনাম, রুটা, টেরেনটুলা-	২৬২
২১৮। সাধারণ ক্যান্সার একোনাইটাম-রেড-	২৬২
২১৯। এ্যালুমিনা, আর্সেনিক-	২৬৩
২২০। ব্যাপটেসিয়া, ব্যারাইটা-কার্ব-	২৬৪
২২১। বেলিস-পেরিনিস, বিউফো, ক্যাডমিয়াম-সালফ	২৬৫
২২২। ক্যালকেরিয়া-আর্স, ক্যালকেরিয়া-কার্ব, কার্সিনোসিন, কষ্টিকাম-	২৬৬
২২৩। কলচিকাম, ক্রোকাস-স্যাটাইভা, কুডুর্যাঙ্গো-	২৬৭
২২৪। ইকাইনেসিয়া, ইলেকট্রিসিটিস, ইওসিন, ইউফরবিয়াম-	২৬৮
২২৫। ফেরাম-পিট্রিকাম, ফুরিকা-এসিডাম, হিসপিডুলা-জি, হাইড্রাসটিস-	২৬৯
২২৬। ডিসপেপসিয়া-	২৭০
২২৭। আইডোফরম, ইগ্নেসিয়া, ইস্কাডর-	২৭১
২২৮। ক্যালি-আয়ো, ক্যালি-ফস, ল্যাক-কানাইনাম, লাইকোপারসিকাম ম্যালানড্রিনাম-	২৭২
২২৯। মেডেহ্রনাম, মেজেরিয়াম, মর্ফিনাম, ন্যাট্রাম-কার্ব, ন্যাকট্রিনিনাম-	২৭৩

২৩০। নাইট্রিকাম-এসিডাম, প্যারাফিন, পেনিসিলিন, পিক্রিকাম-এসিডাম-	২৭৪
২৩১। ফসফরাস, প্লামবাম, পালসেটিলা, রেডিয়াম-ব্রোমাইড-	২৭৫
২৩২। রেডিয়াম-আয়োডেটাম, হ্রাসটক্স-	২৭৬
২৩৩। হ্রাসভেনেটা, স্যালিসাইলিক-এসিডাম, স্যানিকিউলা, স্কুফুলিরিয়া-এম, সিপিয়া-	২৭৭
২৩৪। সাইলিসিয়া, স্ট্রাফিসেগ্রিয়া-	২৭৮
২৩৫। স্টিলিনজিয়া-এস, স্ট্র্যমোনিয়াম, সিফিলিনাম, ট্যাবেকাম, ট্যারাক্সাকাম-	২৭৯
২৩৬। থুজা, থাইরোডিনাম, ভাইবারনাম-অ, ভেরাট্রেরাম-ভি, এক্স-রে-	২৮০
২৩৭। জিঙ্কাম-	২৮১
২৩৮। ক্যান্সার রোগীর খাদ্যঃ	২৮১
২৩৯। দেহকে বিষ মুক্ত রাখার জন্য-	২৮২
২৪০। ঔষধ স্নানঃ	২৮২
২৪১। রেপটরী-	২৮৪

## “হোমিও চিকিৎসায় ক্যানসার আরোগ্য”

বিভিন্নভাবে ধ্বংসলীলায় মেতে উঠে এবং মৃত্যু ঘটাবার এক করাল সমারোহ সৃষ্টি করে। আজকাল সংক্রামক রোগে মৃত্যুর হার অনেক দেশে কমে গেলেও ক্যানসার রোগ থেকে মৃত্যুর হার কমেনি।

উদাহরণ দিয়ে বলা যাবে সিঙ্গাপুরে এখন মৃত্যুর হার সব থেকে বেশী ক্যানসারে।

### ক্যানসার কি?

হোমিও চিকিৎসায় ক্যানসার আরোগ্য গ্রহণের বিষয় বস্তু সেই ভয়াবহ করাল ব্যাধি ক্যানসার নিয়েই। যদিও অন্যকোন প্যাথিতে, ক্যানসার প্রতিরোধ করবার মত কোন শক্তি নেই এবং প্রতিবিধানেও কোন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু হোমিও প্যাথি চিকিৎসার দ্বারা প্রতিরোধ, প্রতিবিধান ধাতুদোষ সংশোধন এমন কি মৃত্যু পথ যাত্রী রোগীর যন্ত্রনা বিহীন মৃত্যু দেওয়া সম্ভব। আমি পুস্তকের প্রথমেই ক্যানসার রোগের প্যাথলজি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাবে কিছু জানাবার চেষ্টা করছি।

প্যাথলজী জানা এই জন্যেই প্রয়োজন যে, যে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে তার অবস্থা, শক্তি, আক্রমণের ব্যাপকতা, গতি বা দ্রুততা, কোন শ্রেণী, কতখানি ক্ষতিকর, কি প্রকার এবং লক্ষণ ও চিহ্ন সমূহ দ্বারা তাদের অন্যরোগ থেকে পৃথক করার জ্ঞান অর্জন করা যায় এবং রোগীপক্ষকে রোগ নির্ণয় এবং বিষয়টি((Diagnosis) জানানো যায় এবং তাদের সতর্ক করা যায়। চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিক নীতি অনুযায়ী করলে প্যাথলজীতে

## “হোমিও চিকিৎসায় ক্যানসার আরোগ্য”

জ্ঞানার্জনের কথা ডাঃ হ্যানিম্যান, ডাঃ কেন্ট, ডাঃ ফেরিংটন উল্লেখ করেছেন।

প্রথমেই আমরা আসছি টিউমারে কথায়, যাকে ক্যানসার রোগের একটি প্রাথমিক অবস্থা বলে ধরা হয়। এই টিউমার আবার দুই প্রকার।

১) বিনাইন বা নির্দোশ প্রকৃতির বা সাধারণ টিউমার ২) ম্যালিগন্যান্ট বা দুষ্টি টিউমার। এগুলির আকার প্রকার চরিত্র ইত্যাদি থেকে এ দুইটিকে পৃথক করা হয়ে থাকে। এ দুইটিকে টাইপিকাল এবং এ্যাটাইপিকাল টিউমার বলা হয়ে থাকে, তাদের (Histological) জীবদেহের তন্ত্র বিষয়ক এবং (Cytological) জীব কোষ নিয়ে কাজ এর চরিত্র অনুযায়ী।

১। **বিনাইন টিউমার (Benign Tumour)**- A tumour proper a mass of cells, tissues or organs resembling normally present arranged typically (Powell white) একটা যথাযথ স্ফীতি বলতে বুঝায়, যে স্থানের স্ফীতি সাধারণতঃ সেখানকার অনুরূপ কোষ কলা বা যন্ত্রের পুঞ্জের নিয়মিত স্তূপ। উহা জীবন কে বিপর্যস্ত করেনা এবং কোনরূপ অসুস্থতা অথবা পরমায়ু কমিয়ে দেবার কারণ সৃষ্টি করে না। এরা খুবই ধীর গতিতে বৃদ্ধি পায় এবং একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় পৌঁছে স্থায়ীভাবে থেকে যেতে পারে। এ ক্ষতিকর টিউমারের মত স্থানান্তরিত হয় না। খারাপ অবস্থার দিক যেমন ক্ষত সৃষ্টি, পচনকারী অবস্থা এর কমই আসে যেটা ম্যালিগন্যান্টের ক্ষেত্রে

## “হোমিও চিকিৎসায় ক্যানসার আরোগ্য”

প্রায়ই দেখা যায়। জীবদেহের তন্ত্রবিদ্যা বিষয়ক বিচারে নির্দোষ টিউমার ও অনেক সময় ক্ষতি হতে পারে, দ্রুত বৃদ্ধির দ্বারা। তাই টিউমার হলে সতর্কতা অবশ্যই প্রয়োজন। কারণ তাদের সুনির্দিষ্টভাবে পৃথকীকরণের, সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করণেরও কোন সীমা রেখা নেই।

২) দুষ্ট টিউমার (Malignant Tumour)- Dr. Powell white এর মতে টিউমার এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করছেন- একটা যথাযথ স্ফীতি বলতে বোঝায়, যে স্থানের স্ফীতি সাধারণতঃ সেখানকার অনুরূপ কোষ, কলা বা যন্ত্রের পুঞ্জের স্তূপ কিন্তু অনিয়মিতভাবে বিন্যস্ত একটি যন্ত্রের উপরে ঐ যন্ত্রের বিনিময় যন্ত্রটিকে নিঃশেষিত করে সংখ্যায় বেড়ে উঠে। কিন্তু ঐ ধরনের বৃদ্ধি কোষ কাজে লাগার উপযোগী নয়।

A tumour proper is a mass of cell, tissues or organs resembling those normally present but arranged atypically. It grows at the expense of the organ without at the same time subserving any useful function.

এর পর ডাঃ উইলিস (Willis) নির্ধারিত টিউমারের সংজ্ঞা হলো :- একটা স্ফীতি বলতে বুঝায় অস্বাভাবিক কলাপুঞ্জ, কোন উদ্দীপনার মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ঐ উদ্দীপনা বন্ধ হয়ে গেলেও আগের মতই সীমাহীন ভাবে বাড়তে থাকে (A tumour is an abnormal mass of tissue, the growth of which exceeds and is uncoordinated with that of

## “হোমিও চিকিৎসায় ক্যানসার আরোগ্য”

the normal tissues, and presents in the same excessive manner after cessation of the stimuli which evoked the changes)

দুষ্ট টিউমার-কে এভাবেও বলা যেতে পারে এরা দ্রুত বৃদ্ধিপায়, খুবই ক্ষতিকর এর মধ্যে তরল, শক্ত পদার্থ সঞ্চিত হয় পরিব্যাপ্ত হয় সুস্থ টিস্যুসমূহে প্রসারিত হয় এবং সর্বদাই স্বাস্থ্যের ক্ষতিকারক এবং দূরবর্তী যন্ত্র সমূহকে আক্রমণ ও ক্ষতিসাধন করে মৃত্যু ঘটায়। সাধারণ ম্যালিগন্যান্ট টিউমার সমূহ হলো- সার্কোমা (Sarcoma) কার্সিনোমা (Carcinoma) এবং ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা সমূহ।

ম্যালিগন্যান্ট টিউমার এর সংজ্ঞা- এভাবেও দেওয়া যাইতে পারে যেমন- ১) ম্যালিগন্যান্ট টিউমার তাদেরই বলা হয় যেগুলি অপ্রতিহত গতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমশ ইনফিলট্রেশন বা তরল পদার্থ সঞ্চিত পদ্ধতির দ্বারা বৃদ্ধি পেতে থাকে, পরিব্যাপ্ত হয় এবং পার্শ্ববর্তী টিস্যুসমূহকে আক্রমণ করে, এগুলি একটি নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ থাকেনা এবং পার্শ্ববর্তী টিস্যুসমূহের মধ্যে একে সীমাবদ্ধ করা যায় না।

৩) ম্যালিগন্যান্ট গ্রোথের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো আক্রান্ত স্থান থেকে দূরবর্তী স্থান সমূহে স্থানান্তরিত হওয়া।

৪) এই স্থানীয় টিউমার সমূহকে তুলে ফেললেও পুনরায় সেইখানে এবং পার্শ্ববর্তী স্থানে প্রায় পুনরায় উৎপন্ন হতে পারে।

## “হোমিও চিকিৎসায় ক্যানসার আরোগ্য”

৫) এগুলির অবনতির দিকে অত্যন্ত প্রবনতা দেখা যায়-যখন বিনাইন গ্রোথের সংগে বা নির্দোশ বৃদ্ধির সঙ্গে তুলনা করা হয়, প্রায় এনিমিয়া এবং ক্যাকেকসিয়া(Cachexia) আসে বিশেষত কার্সিনোমাতে। ম্যালিগন্যান্ট টিউমারে কোষগুলি নিরন্তর সংখ্যায় বাড়তে থাকে নিরর্থকভাবে। এই বৃদ্ধি শরীরের কোন কাজেই লাগেনা। যে উদ্দীপনার ফলে এই ধরনের টিউমার সৃষ্টি হয় প্রানীর বিবর্তনের ইতিহাস তার কোন মূল্যনেই। অদ্ভুত এবং আশ্চর্য এই যে এই ধরনের অসম বৃদ্ধি বেশীর ভাগই হয় কিন্তু পরিনত বয়সে, যখন প্রজনন ক্ষমতা লুপ্ত হয় বা হ্রাস পায়।

এই বৃদ্ধি সাধারণ বৃদ্ধি (hyper plasis) নয়, নববৃদ্ধি (neoplase) টিউমারকে সেই জন্য নিওপ্লাজম (neoplasm) ও সাধারণ কোন উত্তেজনায় কোন কোষের যে সাধারণ বৃদ্ধি তার সঙ্গে টিউমার কোষের এর বৃদ্ধির তফাৎ আছে।

নিম্নে নববৃদ্ধি (নিওপ্লাসিয়া) ও সাধারণ বৃদ্ধি হাইপার প্লাসিয়া পার্থক্য

দেখানো হলো :-

হাইপার প্লাসিয়া	নিওপ্লাসিয়া
১) স্বাভাবিক উদ্দীপনা বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করলে সাধারণ বৃদ্ধি হয় যেমন- “ফোড়া”	১) টিউমার সাধারণতঃ আপনা হতেই আবির্ভূত হয়। যদি কোন উদ্দীপনার ফলে টিউমার হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে সে উদ্দীপনা অস্বাভাবিক যেমন-

## “হোমিও চিকিৎসায় ক্যানসার আরোগ্য”

ঘ) রক্ত জমাট বাঁধতে দেৱী হয় :- রক্ত জমাট বাঁধার যে প্রক্রিয়া সেটা ব্যাহত হয় বলেই এমনটা ঘটে ।

চ) হরমোন :- হরমোনের অস্বাভাবিক হ্রাস ও বৃদ্ধির ফলে নানা ধরনের অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে যেমন রক্তে শর্করার ভাগ কমে যেতে পারে (যকৃতের ক্যানসারে) রক্তে ক্যালসিয়ামের ভাগ বেড়ে যেতে পারে (ফুসফুসের ক্যানসারে) প্রভৃতি ।

ছ) অস্থি : - ফুসফুসের ক্যানসারে হাতের আঙ্গুলের গিটগুলো ফুলে উঠে, হাত ও পায়ের গাঁটে যন্ত্রনা হয় ।

### ক্যানসার কিভাবে ছড়ায়

ক্যানসারের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য শরীরের এক স্থান থেকে অন্যস্থানে নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ে । সে সব স্থানে গিয়ে আবার ধ্বংসলীলা শুরু করে । কয়েকটি প্রশ্ন স্বভাবতঃ এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে :-

১) ক্যানসার কোষ কেন তাদের নিজস্ব স্থান থেকে অন্যত্র ছড়ায় ?  
২) যেসব ক্যানসার কোষ রক্তে আসে তাদের সবাই কি বাঁচে? বাঁচে না অনেকেই ধ্বংস হয় নানাভাবে । বহু বহু ক্যানসার কোষ রক্তে ঢোকে কিন্তু তুলনামূলকভাবে অন্য অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ার ধুমটা কমই কেন ?

৩) কোন কোন ক্যানসার একদম প্রথম অবস্থায় ছড়িয়ে যায়, কিন্তু অন্যান্য কয়েক ধরনের ক্যানসার বহুদিন ধরে থাকলেও কোন নিজস্ব স্থান থেকে ছড়ায় না ?

৪) কোন কোন বিশেষ যন্ত্র (যেমন যকৃত) আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে? অন্যান্য অঙ্গের যেমন- মাংসপেশী, প্লীহা

## “হোমিও চিকিৎসায় ক্যানসার আরোগ্য”

প্রতিরোধ ক্ষমতাই বা বেশী কেন? এই সমস্ত কোন প্রশ্নেরই যথার্থ উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি।

### ক্যানসার ছড়াবার উপায়

১। সরাসরি অনুপ্রবেশ (Infiltration) :- কোষের মধ্যবর্তী অংশ দিয়ে ক্যানসার কোষেরও এমিবার মত গতি আছে। শিষ্ট স্ফীতির কোষের বা সাধারণ কোষের কিন্তু কোন গতি নেই। এরা নড়াচড়া করতে পারে না, কারণ একে অপরের সঙ্গে দৃঢ় সংঘবদ্ধ যেন প্লাষ্টার দিয়ে জোড়া।

২। লসিকা নালী দিয়ে :- এই নালী দিয়ে সহজেই প্রবেশ করে, নলের মধ্যে দিয়ে ক্রমশ এগিয়ে যায়, পরিব্যাপ্ত হয় অথবা জমাট বেঁধে গিয়ে শ্রোতধারায় এক স্থান থেকে অন্যস্থানে নীত হয় ও সেখানে অবরোধ সৃষ্টি করে (Embolism)।

৩। রক্তবাহী নালিকায় :- সরাসরি ঢুকতে পারে বা বক্ষগহ্বরের লসিকানল (Thoracic duct) দিয়ে রক্তের সঙ্গে মিলতে পারে।

৪। শ্বাসনালী :- অল্প প্রভৃতি দিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে। মূত্রনালী বেয়ে মূত্রাশয়ে গ্রথিত হয়।

৫। পেটের ভিতর আবরক পর্দার মধ্যে দিয়ে (Serous coat) :- এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেমন ডিম্বাশয় থেকে মলাশয়ের উপর।

৬। অন্যত্র গ্রথিত হওয়া :- শল্য চিকিৎসার সময় হতে পারে যদি একবার অপারেশন করা যন্ত্রপাতি দ্বিতীয়বার ব্যবহার হয়।